দৈনিক সংবাদ

২৮/১২/২০০৩

তারিখ ... পৃষ্ঠা ...৭... কলাম ...৬...

ফেনী পলিটেকনিক কলেজ এখনও বন্ধ কেন

দীর্ঘ সাড়ে চার বছর ধরে ফেনী পলিটেকনিক কলেজটি বন্ধ হয়ে আছে। ১৯৯৭ সালের মাঝামাঝি সময় কলেজ আঙ্গিনার বাইরে একজন ছাত্রলীগ কর্মীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ৯৭ সালের জুলাই মাস থেকে কলেজটি অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ করে দেয়া হয়। ছাত্রছাত্রীদেরকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কলেজ ও হোস্টেল ত্যাগ করতে হয়। বিগত সাড়ে চার বছরে তো বটেই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলেও এই পলিটেকনিক কলেজটি খোলার কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

বন্ধ হওয়ার সময় এই প্রতিষ্ঠানটিতে বিভিন্ন বিভাগে তিন বছরের কোর্সে প্রায় নয় শত ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছিলো, এদেরকে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন পলিটেকনিক কলেজে স্থানান্তরিত করা হয়। প্রিন্সিপালসহ শিক্ষক ছিলেন মোট ৩৫ জন, তৃতীয় শ্রেণীর ১৫ জন এবং চতুর্থ শ্রেণীর ২০ জন কর্মচারী ছিল। সাড়ে চার বছর ধরে বন্ধ ফেনী পলিটেকনিক কলেজ পাহারা দিচ্ছেন প্রিন্সিপাল ১০ জন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী, ২০ জন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী, একজন সিকিউরিটি অফিসার এবং দুইজন শিক্ষককে নিয়ে। এ কলেজ থেকে ডেপুটেশন নিয়ে চলে যাওয়া শিক্ষক এবং অন্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা এখনও এ কলেজ থেকেই দেয়া হচ্ছে। অথচ কলেজ বন্ধ, ছাত্রছাত্রী নেই, সাড়ে চার বছর ধরে কোন ক্লাসের খোঁজখবর নেই।

অভিযোগ করা হয়েছে, ফেনী 'জয়নাল' রাজনীতির শিকার হয়েই দীর্ঘদিন এই কলেজটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে এতিমের মতো। পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী নির্বাচিত হওয়ার পর সদলবলে বিএনপিতে যোগ দেন জাসদ নেতা ভিপি জয়নাল। পলিটেকনিক কলেজে জয়নাল হাজারীর স্টিয়ারিং কমিটির ক্যাডারদের শক্তি কমতে থাকে। হাজারীর অনেক স্টিয়ারিং কমিটির অনেক ক্যাডারও ভিপি জয়নালের সঙ্গে যোগ দেয়। এ সময় পলিটেকনিক কলেজের সংসদ নির্বাচনে ছাত্রদল এককভাবে পাস করে। এরই কিছুদিন পর কলেজ আঙ্গিনার বাইরে পুরাতন ঢাকা-চট্টগ্রাম সড়কে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মধ্যে মুখোমুখি বন্দুকযুদ্ধ হয়। এই সংঘর্ষে ছাত্রলীগের একজন কর্মী নিহত হয়। এর পরই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে কলেজ বন্ধ করে দেয়া হয়। কলেজ বন্ধ করা এবং দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রাখার ব্যাপারে সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল হাজারী প্রভাব খাটিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। তার 'গ্রীন সিগনাল' পাওয়া যায়নি বলে সাড়ে চার বছর ধরে ফেনী পলিটেকনিক কলেজ খোলা যায়নি।

একটি এলাকার সন্ত্রাসী রাজনীতি কিভাবে একটি গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করে দিতে পারে ফেনীর পলিটেকনিক কলেজটি হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত। আমরা এই কলেজটিকে এখন মৃত বলব না মৃতপ্রায় বলব! যাই বলা হোক না কেন ফেনীর গডফাদার যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাচিত সরকারের চেয়েও শক্তিশালী এটা হচ্ছে তার আরেকটি নমুনা মাত্র। সাড়ে চার বছর ধরে দেশের একটি জেলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে আছে এ নিয়ে কারো কোন মাথাব্যথা নেই। জাতীয় সংসদে এ নিয়ে কোন অর্থবহ আলোচনা হয়েছে সেটাও বলা যাবে না। দীর্ঘ এই বন্ধের জন্যে বাংলাদেশের কত শিক্ষাসময় নষ্ট হয়েছে তার হিসেব কে করবে? কত অর্থের অপচয় হয়েছে তারই বা হিসেব কে করবে? এবং কে দেবে? ফেনীতে আধিপত্য বিস্তারের জন্য দু'জন রাজনৈতিক গডফাদারের বিরোধ এবং সন্ত্রাসের খেসারত কেন দেশ ও জাতিকে দিতে হবে? এই প্রশ্ন কি কেউ কোন দিন তুলেছেন?

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা নেয়ার পর তো দলীয় প্রভাব থাকার কথা নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেশে ওলট পালট করা সব পদক্ষেপ নিয়েছেন এবং এখনও নিচ্ছেন। আমরা আশা করবো ফেনী পলিটেকনিক কলেজ সম্পর্কেও তারা ভাববেন এবং সিদ্ধান্ত নেবেন। এই মুহূর্তে কলেজটি খুলতে না পারুক, কলেজ খোলার প্রক্রিয়া শুরু করতে পারেন তত্ত্বাবধায়ক সরকার। আর কিছু না পারুক এই কলেজটি দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ রয়েছে কেন সে সম্পর্কে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করতে পারেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকার সেটা করবেন কি?